পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক

তথ্য সাময়িকী

২০১৬ অক্টোবর-ডিসেম্বর কার্তিক-পৌষ ১৪২৩

সূচি

মঙ্গা শব্দটি এখন বিলুপ্ত : সংযোগ-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ০১

কাজ ও বিনোদনের যুগলবন্দী : পিকেএসএফ Retreat ২০১৬ ০২

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম ০৩

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি ০৪-০৫

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ০৫

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ০৬

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম ০৭

গবেষণা কার্যক্রম ০৭

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ০৮-১০

SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি ১০

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম ১১

চুক্তি স্বাক্ষর ১১

ফাউন্ডেশনের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১২

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ১২

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৩-১৪

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১৫

জাতীয় পানি কনভেনশন ১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
www.facebook.com/pksf.org

মঙ্গা শব্দটি এখন বিলুপ্ত : সংযোগ-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, "দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ গতিশীলতা পেয়েছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দারিদ্র্যের ব্যাপকতা কমে আসবে"। এক সময়ের ভীতিকর শব্দ মঙ্গা-র কোনো অস্তিত্ব এখন আর দেশে নেই। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে (৩০ নভেম্বর ২০১৬) প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। মঙ্গাজনিত সমস্যার সমাধানকল্পে পিকেএসএফ ২০০৬ সালে সংযোগ কর্মসূচি আরম্ভ করে। মঙ্গা শব্দটির দ্বারা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মৌসুমী কর্মহীনতার কারণে সৃষ্ট ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে বুঝানো হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ফসল তোলার পূর্ব মুহূর্তে এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত খাদ্য ও আয়ের অভাব দেখা দিত। এই সময় গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ শহরে অভিবাসী হতো, অপুষ্টি-অনাহারে ভুগত। সংযোগ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল বৃহত্তর উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি অতিদারিদ্র্যপীড়িত জেলার ৫০টি উপজেলার প্রায় ৫.১২ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ সংযোগ কর্মসূচির সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সংক্ষেপে সংযোগ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংযোগ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ছিল মঙ্গা কবলিত এলাকার জনসাধারণের বছরব্যাপী টেকসই আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুরিভিত্তিক ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সংযোগ-এর অর্জনকে অভিবাদন জানিয়ে ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি মি. কেইথ থমসন বলেন, যেকোনো সাফল্যের সাথে থাকতে পারা একটি আনন্দের বিষয় এবং সংযোগ নিঃসন্দেহে একটি সাফল্য। তিনি মন্তব্য করেন, পাঁচ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে তাদের দারিদ্র্যমুক্তকরণে সহায়তা করা একটি অসাধারণ অর্জন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, মঙ্গা মোকাবিলায় সংযোগ-এর সফলতা একটি অসামান্য ঘটনা। ইনস্টিটিউট অব ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. বাকী খলীলী সংযোগ-এর অভিঘাত পর্যালোচনা বিষয়ক উপস্থাপনায় দেখান যে, সংযোগ কার্যক্রমটি সমজাতীয় অন্যান্য উদ্যোগের তুলনায় অনেক অগ্রগামী।

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, সংযোগ প্রকল্পটি যদিও শেষ হয়েছে তবুও এই কার্যক্রমটি পিকেএসএফ-এর নিবিড় তদারকিতে থাকবে, যাতে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত সুফল দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. রিয়াজুল ইসলাম, প্রাক্তন টীম লিডার, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন ইউনিট, ডিএফআইডি; ড. মোঃ শহীদুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও; জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন।

কাজ ও বিনোদনের যুগলবন্দী : পিকেএসএফ Retreat ২০১৬

বিগত ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৬ সাভারের BRAC CDM-এ PKSF Retreat ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ১৫৩ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ Retreat-এ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী, ড. এম.এ. কাশেম এবং জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ একটি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

Retreat-এ মোট ছয়টি কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা ও মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের প্রথিতযশা সংগীত শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ, মনোরম ও সফল Retreat অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

Retreat বিভিন্ন অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, কর্মকাণ্ডের গতিবিধি ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি জানান, পিকেএসএফ বর্তমানে প্রায় ২৫০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী পিকেএসএফ কর্মকর্তাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সামগ্রিকভাবে একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এক সময় পিকেএসএফ শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করতো। কিন্তু বর্তমানে পিকেএসএফ-এর কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে। পিকেএসএফ বর্তমানে মানুষকে কেন্দ্র করে কাজ করে এবং সকল কর্মকাণ্ডে মানুষই প্রধান উপজীব্য। উন্নয়ন হবে মানুষকে কেন্দ্র করে। পিকেএসএফ-এর এখনকার মূলনীতি হচ্ছে কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এই বিষয়গুলো সকল কর্মকর্তাকে ধারণ করতে হবে। পিকেএসএফ একটি গতিশীল সংস্থা এবং এটি বহুবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িত।

তিনি পর্ষদ সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, প্রত্যেকে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পিকেএসএফ-কে সহায়তা করছেন। অনেকে পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছেন। সবাই খুবই দায়বদ্ধ। পিকেএসএফ-এর অগ্রগতিতে সম্মানিত পর্ষদ সদস্যরা অসামান্য অবদান রাখছেন এবং ভবিষ্যতেও রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি PKSF Retreat ২০১৬-এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) ২০১২ সালের মার্চ থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করেছে। মূলত লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা এই তিন ধরনের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র ও অতিদ্ররিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে সিসিসিপি। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কর্মকাণ্ড যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

দেশের ১৫টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (পিআইপি) মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রধানত বসতভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন, উপকারভোগীদের অবকাঠামোগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট, বালুচরে মিষ্টিকুমড়া চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির জন্য পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন, গভীর নলকূপ স্থাপন, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির জন্য ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট, বন্যা এলাকায় সংযোগ সড়ক উঁচুকরণ/মেরামত, পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন: উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, কেঁচো সার উৎপাদন, বসত বাড়িতে সবজি চাষ, ভেড়াপালন, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বরূপ এবং দেশের উন্নয়নে এর প্রভাব ও করণীয় বিষয়ে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের সার্বিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে Introduction to Climate Change শীর্ষক একটি সার্টিফিকেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ও ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির আয়োজন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই কোর্সে মোট ১০টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর ৫৯ জন কর্মকর্তা এবং সহযোগী সংস্থার ২১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উন্নত চুলা বিষয়ক কর্মশালা

বিগত ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলার ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Access to Finance for ICS (Improved Cooking Stoves) Manufacturers শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিসিসিপি প্রকল্প এবং ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ক্যাটালাইজিং ক্লিন এনার্জি ইন বাংলাদেশ প্রকল্প। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বলেন, সনাতন পদ্ধতির চুলা ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে উন্নত চুলার ব্যবহার প্রসারে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর। মূল উপস্থাপনায় সিসিসিপি-এর উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ উন্নত চুলার ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সার্বিক সঞ্চালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পানিতে লবণাক্ততা প্রকট আকার ধারণ করেছে। নলকূপের পানিতেও লবণাক্ততার মাত্রা এতো বেশি যে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ পুকুরের পানি খেয়ে জীবন ধারণ করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে, সিসিসিপি লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। প্রকল্প মেয়াদের শেষ দিকে বিভিন্ন খাত থেকে সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ে আরও ২৭টি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। প্ল্যান্টগুলো এমন স্থানে নির্মাণ করা হয় যার আশেপাশে সুপেয় পানির বিকল্প কোনো সংস্থান নেই।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি

- পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)**-এর উদ্যোগে বিগত ৪–১৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হস্তলিপি, দেয়াল পত্রিকা লিখন এবং চিত্রাঙ্কন, কবিতা, ছড়া ও কৌতুক, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে উক্ত প্রতিযোগিতাসমূহের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিগত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় ও নৃত্যের ওপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সহযোগী সংস্থা **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলার ৪টি বিদ্যালয়ে চলতি বছরের নভেম্বর মাসে স্কুলভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গান, কবিতা আবৃত্তি, লোকজ নাচ ও নাটকে অংশগ্রহণ করে। **মুক্তি কক্সবাজার**-এর উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ৫ দিনব্যাপী গল্প লেখা, আবৃত্তি ও বিতর্ক বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৮টি বিদ্যালয়ের ১৩ জন ছাত্র এবং ৪৩ জন ছাত্রী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

- ১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধা জেলার ভরতখালি গ্রামে **এসকেএস ফাউন্ডেশন ও সচেতন**-এর যৌথ উদ্যোগে গম্ভীরা গানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজশাহীর মাথুল গম্ভীরা পরিবেশন করে। ২১ নভেম্বর ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা**র উদ্যোগে জঙ্গিবাদ, মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতামূলক পালা গান অনুষ্ঠিত হয়।

- **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর প্রধান কার্যালয়ে ২৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী পিঠা উৎসব ও প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসবে ১০১ রকমের পিঠার সমাহার ছিল।

- ২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে **ইএসডিও**'র উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও জেলায় চলমান ৬ মাস মেয়াদি টেবিল টেনিস খেলার Replicable Model-এর আওতাধীন ৪টি স্কুলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃস্কুল টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

- **পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)**-র উদ্যোগে বিগত ১৯ আগস্ট হতে ২০ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩২টি সংগঠন/ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিয়ে পপি আন্তঃক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উপস্থিত ছিলেন। ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর **মুক্তি কক্সবাজার**-এর উদ্যোগে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম-এ কক্সবাজার সদরের ৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে লিগভিত্তিক আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা**-এর উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভোলা জেলার গজনবী স্টেডিয়াম হল রুমে ক্যারাম ও দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্যারাম প্রতিযোগিতায় ৪০ জন ও দাবা প্রতিযোগিতায় ১০ জন অংশগ্রহণ করে। সংস্থার উদ্যোগে ১০ অক্টোবর ২০১৬ ভোলা জেলার ভেদুরিয়াস্থ ব্যাংকেরহাট কো-অপারেটিভ হাইস্কুল সংলগ্ন পুকুরে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৬২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। ১৬ নভেম্বর শহরের টাউন কমিটি হাইস্কুল মাঠে সংস্থার উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কাবাডি খেলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। খেলায় মোট ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। **আইডিএফ**-এর উদ্যোগে গত ১৮ ও ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের আলাদা দুইটি কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৪ জন ছাত্র ও ২৮ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

- ১৪ নভেম্বর ২০১৬ মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়নের থৈপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** আয়োজন করে লাঠি খেলা প্রতিযোগিতা। তিলখড়ি লাঠিয়াল দল, সিংড়া লাঠিয়াল দল, দেবিলা লাঠিয়াল দল ও মসাখালি চটকাবাড়িয়া লাঠিয়াল দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মোট ৮০ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন সিংড়া লাঠিয়াল দলের খেলোয়াড় জনাব নওয়াব আলী। সংস্থার উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর উপশহর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া উদ্যানে আয়োজন করা হয় জেসিএফ কিশোরী হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট। যশোর শহরের প্রগতি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় ও যশোর আদর্শ বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়।

- **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা**র উদ্যোগে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে স্কুলভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদমুক্ত একটি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ামনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ২৮ ডিসেম্বর আয়োজন করে যশোর মিনি ম্যারাথন। ৭ কিলেমিটার দূরত্বের এই ম্যারাথনে ৭ জন নারীসহ মোট ৯৭ জন অংশ নিয়েছেন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ **ইএসডিও**-এর উদ্যোগে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদকে ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে চিরবিদায় জানানোর দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জেলাব্যাপী কিশোরীদের সাইক্লিং ও তরুণদের মিনি ম্যারাথন সম্পন্ন হয়েছে। ১২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আড়াই শতাধিক কিশোরী বাইসাইকেল চালিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া ৯ কিলোমিটার মিনি ম্যারাথন দৌড়ে ১১২ জন তরুণ অংশ নেয়। জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৫টি স্কুলের প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। কর্মসূচিসমূহে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এইচ.এম. আব্দুল কাইয়ুম। এছাড়া **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলায় ১৬ নভেম্বর তরুণদের সাইক্লিং ও কিশোরীদের মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন স্কুলের ৬০ জন ছাত্র সাইক্লিং ও ৭৫ জন ছাত্রী মিনি ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে। এতে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা জনাব সুমন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

পিকেএসএফ গৃহীত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১৮টি জেলায় নির্বাচিত ১৯টি সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত ২০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ৩১,৮০৭ জন প্রবীণের জন্য বিভিন্ন সেবা যেমন: সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম গঠন, প্রবীণদের জন্য সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, অতিদরিদ্র প্রবীণদের জন্যে বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি মোট ৭টি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- কার্যক্রমভুক্ত ইউনিয়নগুলোয় নিয়মিতভাবে প্রবীণদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ২০টি ইউনিয়ন কমিটি, ২৭৯টি গ্রাম কমিটি এবং ১৭৪টি ওয়ার্ড কমিটি। মোট ৪৭৩টি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে ১৯টি সংস্থার মাধ্যমে ৮৯১ জন প্রবীণকে বয়স্ক ভাতা বাবদ মোট ১৩,৩৭,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে ১৮টি সহযোগী সংস্থা ১৯টি ইউনিয়নে ১৩৮ জন প্রবীণকে ছাতা, ১৯৯ জনকে ওয়াকিং স্টিক, ১৯২ জনকে কমোড চেয়ার, ৩৮৫ জনকে কম্বল এবং ১৪১ জনকে চাদর বিতরণ করেছে। সহযোগী সংস্থা **ঘাসফুল** কর্তৃক চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম উপস্থিত ছিলেন।
- এই সময়ে কর্মসূচিভুক্ত ১৬টি সহযোগী সংস্থা ৭৪ জন মৃত প্রবীণের সৎকার বাবদ প্রত্যেকের জন্য ১৫০০ টাকা করে মোট ১,১১,০০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে।
- চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে ৩টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কয়েকটি স্থানে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক এ এইচ এম আবদুল কাইয়ুম ও মোঃ নজমুল ইসলাম পিরোজপুর জেলার কদমতলা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **রিক** কর্তৃক নির্মিত প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র পরিদর্শন এবং প্রবীণদের সাথে একটি 'মতবিনিময় সভা'য় অংশগ্রহণ করেন।
- অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে ১০টি ইউনিয়নে সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য ৯৪ জন প্রবীণকে এবং ৯টি ইউনিয়নে পিতামাতার সেবায় অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য ৪৩ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- বিগত ১ অক্টোবর ২০১৬ বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে ১০টি ইউনিয়নে র‍্যালি ও প্রবীণ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ১২টি ইউনিয়নে ১০৯৪ জন প্রবীণের মধ্যে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগের ৬২টি জেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কার্যক্রমের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিনামূল্যে সমৃদ্ধির স্বাস্থ্যকার্ড ও চিকিৎসা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। সহযোগী সংস্থা **আরডিআরএস-বাংলাদেশ** কর্তৃক **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন পঞ্চগড় জেলার ভজনপুর ইউনিয়নে ২৫ জন, **ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গনাইজেশন (ইএসডিও)**-এর ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলাধীন বাচোর ইউনিয়ন থেকে ৫ জন এবং সহযোগী সংস্থা **বেডো**-এর বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাধীন ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়ন থেকে ২ জন ও নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন বোয়ালিয়া ইউনিয়ন থেকে ২ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৩৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি ১.০ লক্ষ টাকা হিসেবে ৩৪.০ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি-র স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ২৮৩ জন স্বাস্থ্যসহকারী ও ১,৯৯৮ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৮৮,১২৯টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ১৪,৩০৯টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ৩,২৫৩টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ২০৭টি স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

বিগত ত্রৈমাসিকে ১৫০টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৫,০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সম্পৃক্ত ১,৩০,৪১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ প্রান্তিকে ৫,৯৪৮টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৭,১৫৬টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি

বিগত ত্রৈমাসিকে ৬৬টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত স্থাপিত ৫৫৬টি কেন্দ্রে বিগত প্রান্তিকে ২,৯২৭টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৯৬৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

সম্প্রতি যুব সমাজের উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ শীর্ষক একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে **সমৃদ্ধি**-র ১১১টি সহযোগী সংস্থার ১১১টি ইউনিয়নে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কার্যক্রমটি ভবিষ্যতে **সমৃদ্ধি**ভুক্ত ১৫০টি ইউনিয়নেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **সমৃদ্ধি**ভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করার কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১,০৫১টি যুব ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের আওতায় ৪,৯০৮ জন সদস্য ১.৭৭ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এছাড়াও ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৫৯৪ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ৮২.৬৮ লক্ষ টাকা অনুদান ফেরত দেয়া হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে **সমৃদ্ধি**-র আওতায় ৩ ধরনের ঋণখাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৫১.৭৭ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় মাঠ-পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে ২৭.১৪ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত তিনটি খাতে মোট ৪১৭.৫৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) প্রকল্পটির Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্ট পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের মধ্যে দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত সদস্যদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি ৩৮টি সহযোগী সংস্থার ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহে ১৯০ জন প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) ও ২৫৮ জন প্রোগ্রাম অফিসার (স্যোশাল) কর্মরত আছেন। প্রোগ্রাম অফিসারগণ প্রকল্পের সদস্যদের কারিগরি সেবা প্রদান করছেন এবং সদস্যদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। প্রকল্পের আওতায় বিগত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কার্যক্রমসমূহ	জন/সংখ্যা
প্রকল্পের সদস্যদের ব্যবসায়িক ও আয়বর্ধনে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড	
শস্য বিষয়ক কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	২৮৯০
প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	৮৩৯৫
কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (RERMP-2)	১৪৪০
প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (RERMP-2)	৩২৮৪
অকৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
সেলাই প্রশিক্ষণ	১৭৭৫
হস্তশিল্প	১২৫
কারিগরি প্রশিক্ষণ	১২
অনুদান	
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	১৪৮
কেঁচো সার (সংখ্যা)	১৩২৫
অন্যান্য (সংখ্যা)	৭৭৮
বীজ প্রদান (ইউনিট)	৩৫২০৬
টিকা প্রদান (প্রাণি সংখ্যা)	৪৩২২৩

পুষ্টি-স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ইভেন্টস	জন/সংখ্যা
পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেশন (ব্যাচ)	২৬৮২৩
গর্ভবতী মহিলাকে সেবা প্রদান	১০৯৪৯
দুগ্ধদানকারী মাকে সেবা প্রদান	১৩০৭০
০-৫ বছরের নীচে শিশুকে সেবা প্রদান	৪৬১৯৩
তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুকে বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ	৭৮
কমিউনিটি অনুষ্ঠান আয়োজন	৩৪

অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ)-এর সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের মতামত প্রদান করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব একেএম নুরুজ্জামান প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

গবেষণা কার্যক্রম

- ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (FAO)-এর অর্থায়নে ও কারিগরি সহায়তায় **ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান** সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা) এবং দলের অন্য সদস্যগণ হলেন ড. তৌফিক হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা) এবং গাজী মুনতাসীর নোমান, সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা)।

  গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি নমুনা ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা। তাছাড়া ঋণ চাহিদা পরিমাপ করা, ঋণ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, ঋণের সিলিং ও ঋণ সেবাসমূহ চিহ্নিত করা এবং ঋণ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

  গবেষণায় সুপারিশ করা হয় (১) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঋণের উৎস হতে পারে। (২) মৎস্যখাতে ঋণ প্রদানের জন্য আলাদা কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাই এই খাতের ঋণ প্রদানের জন্য আলাদা একটি ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। (৩) ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী, হ্যাচারি অপারেটর, মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে ঋণ সেবার সাথে বীমা সেবা সংযুক্ত করা যেতে পারে। (৪) সাধ্যের মধ্যে গুণগত মানের মাছের খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার, বিদ্যুৎ ও ডিজেলের ওপর যেভাবে ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয়, সেভাবে মাছের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- বিগত ৪-৭ নভেম্বর ২০১৬ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গাইবান্ধা জেলার সহযোগী সংস্থা **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি এসকেএস হাসপাতাল উদ্বোধন, কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা-এর কার্যক্রম, উদাখালী আরিফ আফজালুর রাববী অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুল, এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি, আরিফ রাববী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির (শেকড়ের সেরা শিল্পী) নির্বাচিত শিল্পীদের সাথে আলোচনা সভা ও ভরতখালী ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং রেডিও সারাবেলা'য় সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাঘাটা ইউনিয়নের উত্তর যোগীপাড়া গ্রামে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় চলমান শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- বিগত ২০-২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন মৌলভীবাজারস্থ সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** পরিদর্শন করেন। সভাপতি মহোদয় পাঁচগাও ইউনিয়নে প্রবীণ কেন্দ্র ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবীণদের কম্বল, ছাতা, লাঠি, চেয়ার, কমোড চেয়ার ও বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। তিনি ছক Ahmad Foundation-এর অর্থায়নে পরিচালিত মোবাইল ফার্মেসি ভ্যান-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় প্রস্তুতকৃত সমৃদ্ধ বাড়ি ও গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি রাজনগর উপজেলার মুন্সীবাজার ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত চক্ষুক্যাম্প উদ্বোধন করেন। এই ক্যাম্পে ২৫৩ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তিনি হাইতলা গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং হাইতলা গ্রামের উদ্যমী সদস্য বসন্ত কুর্মীর পুনর্বাসন কার্যক্রম ও আত্মবিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হন। তিনি মুন্সীবাজার ইউনিয়নে কর্মরত শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

- বিগত ২০-২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন LIFT ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি এবং উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বার আউলিয়া কলেজ কর্তৃক আয়োজিত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

  তিনি কলেজের পুকুরে পোনা অবমুক্ত করেন এবং কলেজ মাঠে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন। জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) এবং জনাব এ.এম ফরহাদুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় 'ইনফরমেশন শেয়ারিং' কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন এবং 'বিনামূল্যে ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প' কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া বোয়ালখালী উপজেলায় চরণদ্বীপ ইউনিয়নে একটি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। তিনি কর্ণফুলী নদীর একাংশে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন এবং একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি LIFT কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামার উদ্বোধন করেন। তিনি বোয়ালখালী উপজেলার আকুপদণ্ডীতে আয়োজিত 'সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সার্ভিস বেনিফিটের চেক প্রদান, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত স প্রদান এবং সংস্থায় কর্মর মোটর সাইকেল বিতরণ তিনি এশিয়ান ইউনিভ আয়োজিত সভা ও নৈশভে

- ৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সহযোগী সংস্থা **সেবা নারী** বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হ আয়োজিত অনুষ্ঠানে পি কাজী খলীকুজ্জমান আহ জনাব মোঃ আবদুল করি অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাদের এবং উপ-মহাব্যব চক্রবর্তী।

- ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা করিম বিগত ১২-১৪ ন চট্টগ্রামে সহযোগী সংস্থ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্য কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এস আই পার্ক কনভেন আয়োজিত বৃত্তি প্রদান, রি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন। পরিদর্শনকালে পি

দস্যদের ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি
রত ফিল্ড অফিসারদের মাঝে
' অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
ার্সিটি ফর ওম্যান কর্তৃক
াজে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা জেলাধীন ফাউণ্ডেশনের
ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র-এর ২৫
য়। এ উপলক্ষে সংস্থা কর্তৃক
কেএসএফ-এর সভাপতি ড.
মদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে
ত ছিলেন পিকেএসএফ-এর
(কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফজলুল
বস্থাপক জনাব দিলীপ কুমার

পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল
ভেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত
ছা **টিএমএসএস**-এর SEIP
ক্রম ও **ঘাসফুল**-এর **সমৃদ্ধি**
তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়
নশন সেন্টারের উদ্যোগে
কশা, ঢেউটিন সেলাই মেশিন
ন অতিথি হিসেবে উপস্থিত
কেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক

জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আবুল কাশেম তাঁর সাথে ছিলেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আলী হাট, পাহাড়তলীতে টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আইসিটি আউটসোর্সিং-এর ওপর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন করেন। তিনি **ঘাসফুল** সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুমানমর্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প, চক্ষুক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে ভালো ফলাফলকারী ৩১ জন শিক্ষার্থী ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তিনি স্বাস্থ্যক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। তিনি দু'জন উদ্যমী সদস্যের মাঝে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য সম্পদ বিতরণ করেন। তিনি বিগত বছরে চোখের ছানি অপারেশনকৃত ব্যক্তিবর্গ ও পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সহযোগী সংস্থা **ঘাসফুল**-এর মেখল ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ২টি সমৃদ্ধ বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং উত্তর মেখল ৩নং ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবিকা ও স্বাস্থ্য সহকারীদেরকে ছাতা ও ব্যাগ বিতরণ করেন। তিনি মেখল ৩নং ওয়ার্ড সমৃদ্ধি কেন্দ্রে চলমান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সাধারণ পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মিজ বুলবুল মহলানবিশ, জনাব মোঃ ইমরানুল হক চৌধুরী, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. মুজিব উদ্দিন আহমাদ ফাউণ্ডেশনের দু'টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। এ সময় ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন সোমভাগ ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **সজাগ** ও মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তাঁরা সংস্থার উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম, সোমভাগ ও জামির্তা ইউনিয়নে সমৃদ্ধ বাড়ি কার্যক্রম ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র, গাভী প্রজনন কেন্দ্র, স্বাস্থ্যক্যাম্প ও শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁরা জামির্তা ইউনিয়নে **ওয়েভ ফাউন্ডেশন** কর্তৃক আয়োজিত স্বাস্থ্যক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করেন। উন্নয়ন মেলায় **সমৃদ্ধি**'র স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সমৃদ্ধ বাড়ি, ভার্মি কম্পোস্টসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য পৃথক পৃথক স্টলে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ স্বাস্থ্যক্যাম্পে আগত রোগী ও সেবাদানকারী ডাক্তারদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং মেলার স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন। মেলা প্রাঙ্গণে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ওপর একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

- বিগত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের **শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)** পরিদর্শন করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংস্থার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং উন্নয়ন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেয়া হয়। এই সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক SEIP প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকল্পের আওতায় মোবাইল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস এবং প্লাম্বিং ও পাইপ ফিটিংস ট্রেড কোর্সের তিনটি নতুন ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়িতে সহযোগী সংস্থা **সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও

তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংস্থার সিরাজদিখান ও আব্দুল্লাহপুর শাখার অধীনে দু'টি গাভী পালন ও একটি ছাগল পালন খামার এবং কাগজের প্যাকেট তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার MIS Software Implementation বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ২২ ডিসেম্বর তিনি ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ও উপ-ব্যবস্থাপক জনাব একেএম রাশেদুর রহমানসহ সংস্থার Software বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান DataSoft-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ৬ – ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)**-এর চলমান লিফ্ট কার্যক্রম এবং **ডাক দিয়ে যাই** সংস্থার **সমৃদ্ধি** কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি **ডাক দিয়ে যাই** সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি**ভুক্ত পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন শিকদারমল্লিক ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি**র বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলার দৈবজ্ঞহাটি গ্রামে **আরআরএফ**-এর চলমান লিফ্ট কার্যক্রমের আওতায় Desalination Water Plant পরিদর্শন করেন। তিনি পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় 'সিডর', 'আইলা' ও 'মহাসেন'-এর ফলে সাগরে ট্রলার ডুবিতে নিহত/নিখোঁজ জেলে পরিবারসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৪টি দুঃস্থ জেলে পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে দু'জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুককে আর্থিক অনুদান বাবদ দুই লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। তিনি মোড়লগঞ্জ উপজেলার বহরবুনিয়ায় **ডাক দিয়ে যাই** সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সুপেয় পানির 'রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শিক্ষা কার্যক্রম, সমৃদ্ধ বাড়ি, উদ্যমী সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমৃদ্ধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তিনি **সমৃদ্ধি**ভুক্ত সকল শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে একজন উদ্যমী সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন করেন।

SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি

দেশের পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮৯৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ৮৬৭ জন নারী এবং ৪০৩০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী। ইতোমধ্যে ৩১৩০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১৬৫১ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিগত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ১৩৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রচারণা বৃদ্ধিকল্পে দুই হাজার টি-শার্ট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সনদপত্র বিতরণ: ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আইটি সাপোর্ট সার্ভিস দ্বিতীয় ব্যাচের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই।

৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মার্স সলুশনস লিমিটেড, ঢাকার আইটি সাপোর্ট সার্ভিস এবং ওয়েব ও গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেড-এর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ৩৩ জন অংশগ্রহণকারীর হাতে নিয়োপত্র তুলে দেয়া হয়।

প্রকল্প পরিদর্শন: বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ইউসেপ বাংলাদেশ-এর বরিশালস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং SEIP প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম উপস্থিত ছিলেন। ২৮ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়ের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ৬ মাস মেয়াদি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রযুক্তি স্থানান্তর: পিকেএসএফ PACE প্রকল্পের আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে একই জমিতে বছরে ৪টি ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সহযোগী সংস্থা **আরডিআরএস-বাংলাদেশ** এর সাথে পিকেএসএফ একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার ২টি উপজেলার ১,৮০০ জন কৃষক প্রত্যক্ষভাবে এই প্রযুক্তি সহায়তা পাবে।

মৌচাষী ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)**-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন টেকসই মৌচাষ উন্নয়ন এবং মৌ পণ্য বিপণনের মাধ্যমে মৌচাষীদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় ০৩-১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে মাঠ পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। প্রকল্পভুক্ত ২২ জন মৌচাষী ও উদ্যোক্তা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মার্কিন মধু বিশেষজ্ঞ Mr. Michael S. Embrey এই প্রশিক্ষণ কোর্সে মৌ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই প্রশিক্ষণের অর্জন বিষয়ে **বাসা** সংস্থার পক্ষ হতে একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রযুক্তি স্থানান্তর বিষয়ক উপস্থাপনা: কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকল্পে উচ্চ মূল্যমানের বিদেশী ফল চাষের প্রযুক্তি স্থানান্তর বিষয়ে বিগত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন কৃষিখাত বিশেষজ্ঞ ড. রুস্তম আলী। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন

এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকল্পে দেশী ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বল্প পরিসরে উচ্চ মূল্যমানের বিদেশী ফল যেমন- ড্রাগন, রামবুটান, এভোকাডো ইত্যাদি ফলের চাষ প্রচলনের জন্য আগ্রহী কৃষকদের প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিখাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ বিষয়ে বিগত ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)-এর ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনটি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কৌশল বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে গড়ে উঠা পাদুকা তৈরি ব্যবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং একটি সাধারণ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপনের চাহিদা নিরূপণকল্পে সাবসেক্টর স্টাডি সম্পাদন করার লক্ষ্যে বিগত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জনাব এস এম হাসান ইকবাল পরামর্শকের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। একই দিনে জামদানি শাড়ি উৎপাদন সাব-সেক্টরের সমস্যা চিহ্নিতকরণে একটি কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ জনাব মোঃ মনিরুল আলম শাওন আকন্দ, পরামর্শক-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত সামুদ্রিক শৈবালের রপ্তানি সম্ভাবনা যাচাই ও সামুদ্রিক শৈবালের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি সাবসেক্টর স্টাডি পরিচালনার জন্য শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ফারুক মিয়া, পরামর্শক-এর সাথে বিগত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এছাড়া 'চর এলাকায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মহিষ পালন'-এর সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে একটি কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধ্যাপক জনাব মোঃ ওমর ফারুক, পরামর্শক-এর সাথে একই দিনে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

টেকসইভাবে ক্ষুদ্রাকার মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে একটি কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ এবং পরামর্শক জনাব জগদীশ চন্দ্র সাহার মধ্যে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সম্ভাব্য যাচাই সমীক্ষার আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে টেকসইভাবে ক্ষুদ্রাকার মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

পিকেএসএফ-এর পক্ষে এই চুক্তিসমূহে স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)।

ফাউণ্ডেশনের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, জনাব সি. এম. শফি সামি, জনাব মোঃ ফজলুল হক, মিসেস বুলবুল মহলানবীশ, বেগম রাজিয়া হোসেন, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. নাজনীন আহমেদ, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, জনাব এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান বাবুর, ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ওপর সভাপতি বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পিকেএসএফ বর্তমানে Lifecycle Approach-এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কার্যত সন্তান গর্ভধারণ হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে পিকেএসএফ-এর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ব্যাপৃত। পিকেএসএফ-এর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক MABS & J Partners, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি Clean and Unqualified হিসেবে নিরীক্ষক প্রত্যয়ন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর এই প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে জনাব সি. এম. শফি সামী এবং জনাব বুলবুল মহলানবীশ-কে আগামী দুই বছরের জন্য পুনঃমনোনয়ন দেয়া হয়। এছাড়া সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী, **আরডিআরএস বাংলাদেশ**-এর নির্বাহী পরিচালক ডাঃ সেলিমা রহমান এবং অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিক ড. রমণীমোহন দেবনাথ-কে দুই বছরের জন্য সাধারণ পর্ষদে মনোনয়ন দেয়া হয়। পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য হিসেবে পর পর দুই মেয়াদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করায় সাধারণ পর্ষদের পক্ষ হতে ড. বন্দনা সাহা, জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী এবং বেগম রাজিয়া হোসেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত ১৬টি ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে। বিগত ত্রৈমাসিকে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার গণিপুর ইউনিয়নে ২টি এবং জয়পুরহাটের খেতলাল উপজেলার বড়তারা ইউনিয়নে ৪টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিসমূহকে সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মূলবিষয় হলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন হ্রাসকরণ। প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারপার্সন, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য, শিক্ষক, কাজী ও ইমাম অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ দূরীকরণে অংশগ্রহণকারীরা কী ভূমিকা রাখবেন এই বিষয়ে একটি দলীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারপার্সন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

সহযোগী সংস্থা **শতফুল বাংলাদেশ**-এর কর্মএলাকা রাজশাহীতে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী একজন মুক্তিযোদ্ধার উদ্যোগে বিগত ৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে স্থানীয় এক কিশোরীর বাবা-মা'কে বাল্যবিবাহের কুফল ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে বুঝিয়ে কিশোরীর বিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। একই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে তারাও এক কিশোরীর বিয়ের আয়োজন বন্ধ করার চেষ্টা করেন কিন্তু পুরোপুরি সফল না হওয়ায় বাগমারা থানার ওসি-র সহযোগিতায় বিয়েটি স্থগিত করতে সক্ষম হন। সহযোগী সংস্থা **এসো**-এর বড়তারা ইউনিয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমন্বয়কারীর উদ্যোগে চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কয়েকজন কিশোরীর বাবা'কে বুঝিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়। এদের মধ্যে একজন কিশোরী চলমান এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ১৫টি সহযোগী সংস্থার ১৫৮২ জন অংশগ্রহণকারীকে 'সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৩২ জন নারী ও ১১৫০ জন পুরুষ। মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহযোগী ভূমিকা রাখার জন্য "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৭৭ জন শিক্ষককে এই ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে অক্টোবর - ডিসেম্বর পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৬৫১ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় ১০টি মডিউলের ওপর মোট ২৯টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ, আইএনএম এবং সিডিএফ-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়।

কোর্সের নাম	দিন	সহ. সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী	ভেন্যু
উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ				
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	৩	৪৪	৪৮	আইএনএম
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	৩	১৯	২৫	আইএনএম
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	৫	৪৬	৪৯	আইএনএম
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩	১৩	১৮	পিকেএসএফ
	৩	৫৪	৬৬	আইএনএম
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৫	৩২	৪১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩	৩৯	৪১	পিকেএসএফ
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	৬৯	১০৬	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৪	১২৩	১৩৮	আইএনএম
সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ				
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	১২	২১	আইএনএম
	৫	১৮	২৫	সিডিএফ
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	৫	২১	২৪	আইএনএম
	৫	৩৬	৪৯	সিডিএফ
মোট		৫২৬	৬৫১	

সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর Community Climate Change (CCCP) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থার ১২৬ জন কর্মকর্তার Introduction to Climate Change বিষয়ে ৭ ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স পিকেএসএফ এবং আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মকর্তাগণের জন্য সেশন আয়োজন

Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) সাভার, ঢাকায় Advance Course on Administration & Development–এর ১১২তম ব্যাচের ২৩ জন কর্মকর্তাসহ BPATC-এর ৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেশনে পিকেএসএফ কার্যক্রম সম্পর্কিত ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন ও একটি উপস্থাপনা এবং **সমৃদ্ধি** কার্যক্রম সম্পর্কিত দু'টি পৃথক উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সাভারস্থ সহযোগী সংস্থা **ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)** পরিদর্শনের আয়োজন করা হয় ।

সহযোগী সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষণ

Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)-এর সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের ৪১ জন কর্মকর্তার জন্য ৩০ অক্টোবর হতে ৩ নভেম্বর এবং ৬ হতে ১১ নভেম্বর ২০১৬ Microcredit Management শীর্ষক Customized প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)**-এর দু'টি পৃথক মাঠ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

অবহিতকরণ কর্মশালা

পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকল চাকুরেদের কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্যতা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিরসনকরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে একটি জেন্ডার নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে 'শুন্য সহনশীলতা'র ভিত্তিতে সকল স্তর ও বয়সের নারী চাকুরেদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ-এর নিয়মিত ও প্রকল্পভুক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Development Studies-এর Master of Social Science (MSS)-এর ৩ জন শিক্ষার্থী উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় Results Based Monitoring (RBM)-এর ওপর ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Economics-এর একজন শিক্ষার্থী গবেষণা শাখায় এবং University of Bedfordshire-এর একজন শিক্ষার্থী **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

জনবল শাখার আয়োজনে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মোট ১৬৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Certificate Course on Introduction to Climate Change	১-২ অক্টোবর ২০১৬ পিকেএসএফ	পিকেএসএফ-এর CCCP প্রকল্প ও ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস
Training on Library Management Software 'Koha'	৬-৮ অক্টোবর ২০১৬ ইউল্যাব ক্যাম্পাস	বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড)
Management Training	১৭-৩০ অক্টোঃ ও ৩১ অক্টোঃ-১৩ নভেঃ ২০১৬, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	Infrastructure Investment Facilitation Company
Financial Management	৬-১০ নভেঃ ও ৪-৮ ডিসেম্বর ২০১৬, পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
Innovation in Public Service	১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৬ পিকেএসএফ	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগাম (এটুআই)
Microfin360 Application Training	২০-২১ নভেম্বর এবং ২৩-২৪ নভেম্বর ২০১৬, পিকেএসএফ	Datasoft
Public Procurement Management	২০ নভেঃ - ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি)	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার তথ্য

১) বিগত ১০-১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ভিয়েতনাম সফর করেন। তাঁরা 'কাঁকড়া হ্যাঁচারি টেকনোলজি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম' পরিদর্শন এবং ভিয়েতনামের নিনথুয়ান প্রদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে পিকেএসএফ-এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা করেন।

২) ইফাদ-এর অর্থায়নে বিগত ১৭-২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভিয়েতনামের হ্যানয়-এ অনুষ্ঠিত Regional Training Network এর প্রারম্ভিক কর্মশালায় পিকেএসএফ হতে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

৩) সিসিসিপি-এর আওতায় 'জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়ে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত, পিএমইউ এবং পিআইপি-এর ২৮ জন কর্মকর্তার জন্য নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় ২টি ব্যাচে ৫ দিনব্যাপী বৈদেশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়। ১২-১৭ নভেম্বর ২০১৬ Rural Microfinance Development Center Ltd. (RMDC), Nepal-এ জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ২০ সদস্যের একটি দল এবং ২০-২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে Sejaya Microcredit Limited, Sri Lanka-এ জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি দল অংশগ্রহণ করে। ড. এম.এ কাশেম সদস্য পরিচালনা পর্ষদ এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

৪) পিকেএসএফ-এর Credit Facility for Small Scale Aqua farmers, Hatchery Operators and Feed Producers in Bangladesh গবেষণাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন রচনা এবং সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা) এবং ড. তৌফিক হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা) ১৯-৩০ নভেম্বর ২০১৬ ইতালিতে FAO-এর প্রধান কার্যালয় সফর করেন।

৫) ৮-১৩ নভেম্বর ২০১৬ কাঠমাণ্ডু, নেপাল-এ অনুষ্ঠিত 67th APRACA EXCOM, 20th APRACA General Assembly এবং Regional Forum on Emerging Opportunities and Challenges of Financial Inclusion in Asia Pacific Region-এ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৮৫৮৯.১৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৫৫০০২.৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৩ ভাগ। নিচে অক্টোবর ২০১৬ মাসে ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৮২০৩.০০	৩২৫৪.৩৫
জাগরণ	১০৭৫০৬.৫৯	১৮৪৮৯.৫২
অগ্রসর	৪০৩৬৬.৩০	১২৩১৫.২১
সাহস	৭৫৪.২০	২১০.৭৫
সুফলন	৬৪২৬৬.৭০	৪১৮০.৬৯
কেজিএফ	৪৬০০.০০	৭৪৪.০০
সমৃদ্ধি	১৮৩৪.১২	১২৫৬.৪২
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২৪০৪৬১.৬৩**	**৪০৪৬৪.৬৮**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৬৬৩.০৫	২৩৭.০৪
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭৫.৭২	১৩.৭৫
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬৭১.৩২	০.০১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৫৪১.১৪**	**৪৪৯.৯১**
সর্বমোট	২৫৫০০২.৭৭	৪০৯১৪.৫৯

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৬-১৭) অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	২৭৫০.৩০	২৯৮০.৫০
অগ্রসর	২০৩১.৬০	২৪২০.৫০
বুনিয়াদ	৭৩৬.৫০	৬৮৯.০০
সুফলন	২০২৬.৫০	১৯৪৪.৫০
সাহস-ডিএমএল	৪০.০০	৬৪.০০
স্যানিটেশন	০.০০	০.০০
কেজিএফ	২৩৪.০০	৩০০.০০
সমৃদ্ধি	১৫২.২৩	১৮৫.৯৫
লিফট	১০.০০	৪.৭০
মোট	৭৯৮১.১৩	৮৫৮৯.১৫

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৯৬.৩৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২৩৪৮.৩৩ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৮। অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৬৭.০৭ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.৪৫ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৪৬ জনই মহিলা।

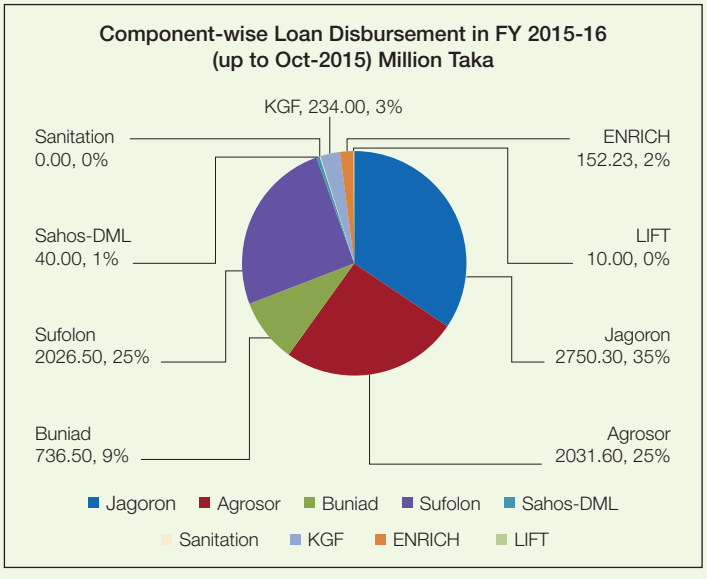

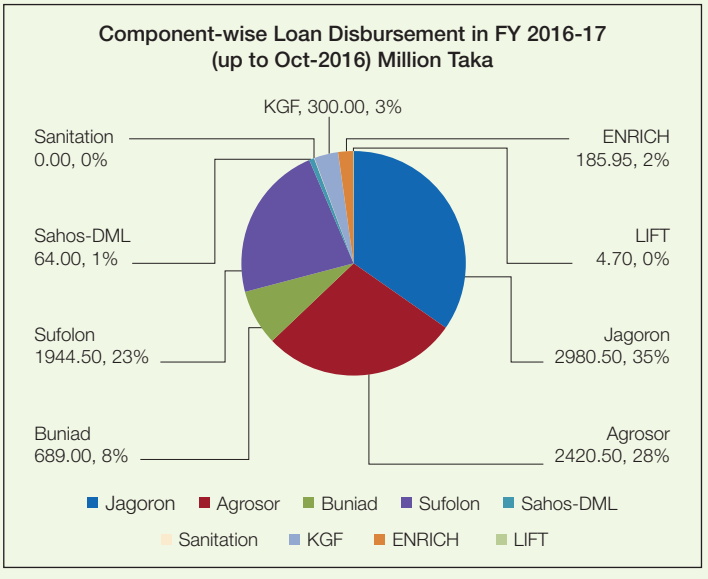

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবীর	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : মাসুম আল জাকী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

জাতীয় পানি কনভেনশন

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতের পথে অন্তরায় ও তা দূরীকরণে করণীয়সমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে National Water Convention ২০১৬ শীর্ষক একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কনভেনশনটি যৌথভাবে আয়োজন করে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিসিসিপি প্রকল্প, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ এবং বেসরকারি সংস্থা এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম, এমপি এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

মোট ১৩টি সেশনে বিভক্ত এই কনভেনশনে যে সব বিষয়ে আলোচনা হয় তা হলো: Climate Change Induced Salinity in Coastal Areas of Bangladesh; Participatory Water Management; Flood Management in Bangladesh; Bangladesh: Poverty and Water Sector Interfaces; Water Management in Hilly Areas; Water Management in Drought-prone Regions; Arsenic Contamination of Ground Water; Urban Water Challenges; Saving the Rivers; Ensuring Potable Water for All: Technological, Management & Social Issues; Trans-boundary Water Issues; PKSF in Water Management; and Ensuring Availability & Sustainable Management of Water & Sanitation for All.

আলোচক হিসেবে অংশ নেন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সবার জন্য নিরাপদ পানি বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ। কনভেনশনে বক্তারা বলেন, 'সবার জন্য নিরাপদ পানি' জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য মানসম্পন্ন পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও আইনসমূহের কঠোর প্রয়োগ এবং খাতসংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।